একাদশ অধ্যায়

পরিবহন ও যোগাযোগ

দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যুগোপযোগী, সুশৃঙ্খল এবং আধুনিক পরিকল্পিত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা একটি অত্যাবশ্যকীয় ভৌত অবকাঠামো। একটি টেকসই, নিরাপদ ও মানসম্মত সড়ক অবকাঠামো এবং সমন্বিত আধুনিক পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি "স্মার্ট সড়ক নেটওয়ার্ক" প্রতিষ্ঠায় সরকার নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত দেশে বিভিন্ন শ্রেণির মোট প্রায় ২২,৪৭৬ কিলোমিটার মহাসড়ক আছে। রাজস্ব ফাঁকি রোধ, গাড়ি চুরি/ছিনতাইসহ বিভিন্ন অপরাধ প্রবণতা হ্রাস ও মোটরযানের গতিবিধি ট্র্যাকিং করার জন্যে ঢাকা মহানগরীতে গুরুত্বপূর্ণ ১২টি স্থানে আরএফআইডি স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে এবং আরও ১২টি পয়েন্টে ১২টি আরএফআইডি স্টেশন স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পরিবহণ খাতে নির্ভরশীল মাধ্যম হিসেবে রেলের ভূমিকা উন্নয়নে বাস্তবায়নাধীন রেলওয়ের মহাপরিকল্পনায় বর্তমানে ৩,২৫৪ কিলোমিটার দীর্ঘ রেললাইনের নেটওয়ার্ক দেশের ৪৩টি জেলাসহ প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ স্থানকে সংযুক্ত করেছে। বাস্তবায়নাধীন উক্ত মহাপরিকল্পনার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ রেল যোগাযোগ নেটওয়ার্কের উন্নয়ন ছাড়াও আন্তর্জাতিক রেল যোগাযোগ (ট্রান্স এশিয়ান রেল নেটওয়ার্ক, সার্ক নেটওয়ার্ক ইত্যাদি) প্রতিষ্ঠিত হবে। নৌপথের নাব্যতা সংরক্ষণ ও নৌপথ উদ্ধার, নিরাপদ নৌযান চলাচল নিশ্চিতকরণ, অভ্যন্তরীণ নৌবন্দরসমূহের উন্নয়ন, অভ্যন্তরীণ নৌপথে কনটেইনার পণ্য পরিবহনের অবকাঠামো সৃষ্টি ইত্যাদি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। দেশের শতকরা প্রায় ৯২ ভাগ সমুদ্রপথের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। দেশের ক্রমবর্ধমান আমদানি রপ্তানির সাথে পাল্লা দিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরের কার্যক্রম বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন ইয়ার্ড ও টার্মিনাল নির্মাণ করে চট্টগ্রাম বন্দরে ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রায় ৩০,০৭,৩৪৪ TEUs কনটেইনার এবং ১১৮.২৯ মিলিয়ন মে.টন কার্গো হ্যান্ডেলিং করা হয়েছে। দেশের ৩য় সমুদ্র বন্দর পায়রা বন্দরে নির্মিতব্য ১ম টার্মিনালে নির্মিত ২০০ মিটার জেটিতে জাহাজ বার্থিং এর সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় বন্দরের অপারেশন কার্যক্রম পূর্বের তুলনায় বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড বর্তমানে ৭টি অভ্যন্তরীণ ও ২১টি আন্তর্জাতিক গন্তব্যে সার্ভিস পরিচালনা করছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ বিমান মোট ৩১.৯৩ লক্ষ জন যাত্রী এবং ২৬,৯০৪ টন কার্গো পরিবহন করেছে। দেশের সর্বমোট ইন্টারনেট চাহিদার প্রায় ৪৫ শতাংশ ব্যান্ডউইড্থ বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি (বিএসসিসিএল) বর্তমানে এককভাবে সরবরাহ করছে যার পরিমাণ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত প্রায় ২৫০৬ জিবিপিএস (গিগাবাইট পার সেকেন্ড)। দেশের ক্রমবর্ধমান ব্যান্ডউইডথ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে Upgradation প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ৩৮০০ জিবিপিএস ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি করায় SMW4 সাবমেরিন ক্যাবলে মোট ক্যাপাসিটির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪,৬৫০ জিবিপিএস। তথ্যপ্রযুক্তির অবকাঠামোগত উন্নয়ন, তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে মানবসম্পদ উন্নয়ন, ই-গভর্ন্যান্স প্রতিষ্ঠা এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিল্পের বিকাশ এ চারটি স্তম্ভকে কেন্দ্র করে দেশের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবস্থার মান উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ অব্যাহত রেখেছে।

দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যুগোপযোগী, সুশৃঙ্খল এবং আধুনিক পরিকল্পিত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা একটি অত্যাবশ্যকীয় ভৌত অবকাঠামো। একটি টেকসই, নিরাপদ ও মানসম্মত সড়ক অবকাঠামো এবং সমন্বিত আধুনিক পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি "স্মার্ট সড়ক নেটওয়ার্ক" প্রতিষ্ঠায় সরকার নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য মতে, স্থিরমূল্যে ২০২১-২২ ও ২০২২-২৩ অর্থবছরে জিডিপিতে 'পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ' খাত এর অবদান যথাক্রমে ৭.৩৪ শতাংশ ও ৭.২৯ শতাংশ এবং প্রবৃদ্ধির হার যথাক্রমে ৫.৭৫ শতাংশ ও ৫.৪৯ শতাংশ। এ প্রেক্ষিতে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) বাস্তবায়ন এবং Sustainable Development Goals (SDG) 2030 এর লক্ষ্যমাত্রা সামনে রেখে সরকার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণ করছে।

ক. সড়ক যোগাযোগ

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (সওজ)

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (সওজ)-এর নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন শ্রেণির মোট প্রায় ২২,৪৭৬ কিলোমিটার মহাসড়ক বিদ্যমান

রয়েছে। উক্ত মহাসড়ক নেটওয়ার্কের মধ্যে ১৮ শতাংশ জাতীয় মহাসড়ক, ২২ শতাংশ আঞ্চলিক মহাসড়ক এবং ৬০ শতাংশ জেলা সড়ক রয়েছে। এছাড়া, সওজ নিয়ন্ত্রণাধীন সড়ক নেটওয়ার্কে বিভিন্ন প্রকারের ৪,৪০৪টি সেতু এবং ১৫,০৮৪টি কালভার্ট রয়েছে। তবে ৪-৬-৮ লেনে মহাসড়ক প্রশস্তকরণ এবং সার্ভিস লেনসহ মহাসড়ক উন্নীতকরণসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়ক অংশে প্রয়োজন অনুযায়ী ডিজাইন মান উন্নীতকরণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। গত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ১৪৪.৯২ কিলোমিটার মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ, ১৮৬.৭৪ কিলোমিটার ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট নির্মাণ, ৮০৩.০৩ কিলোমিটার মহাসড়ক সার্ফেসিং, ৩৩০.৮৪ কিলোমিটার মহাসড়ক প্রশস্তকরণ, ৩৯৪.৩৩ কিলোমিটার মহাসড়ক সংস্কারকরণ, ১৩৬টি সেতু এবং ৪১৪টি কালভার্ট নির্মাণ সম্পন্ন হয়। সওজের বিভিন্ন শ্রেণির সড়ক পথের বিবরণ সারণি ১১.১ এ দেয়া হলো:

সারণি ১১.১: সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীন বিভিন্ন শ্রেণির সড়ক পথের বিবরণ

(দৈর্ঘ্য কিলোমিটারে)

বছর	জাতীয় মহাসড়ক	আঞ্চলিক মহাসড়ক	ফিডার/জেলা মহাসড়ক	মোট
২০১০	৩৪৭৮	৪২২২	১৩২৪৮	২০৯৪৮
২০১১	৩৪৯২	৪২৬৮	১৩২৮০	২১০৪০
২০১২	৩৫৩৮	৪২৭৬	১৩৪৫৮	২১২৭২
২০১৩	৩৫৩৮	৪২৭৮	১৩৬৩৮	২১৪৫৪
২০১৪	৩৫৩৮	৪২৭৮	১৩৬৩৮	২১৪৫৪
২০১৫	৩৫৪৪	৪২৭৮	১৩৬৫৯	২১৪৮১
২০১৬	৩৮১৩	৪২৪৭	১৩২৪২	২১৩০২
২০১৭	৩৮১৩	৪২৪৭	১৩২৪২	২১৩০২
২০১৮	৩৮১৩	৪২৪৭	১৩২৪২	২১৩০২
২০১৯	৩৯০৬	৪৪৮৩	১৩২০৭	২১৫৯৬
২০২০	৩৯০৬	৪৭৬৭	১৩৪২৩	২২০৯৬
২০২১	৩৯৪৪	৪৮৮৩	১৩৫৯২	২২,৪১৯
২০২২	৩৯৯১	৪৮৯৮	১৩৫৪৫	২২৪৩৪
২০২৩	৩৯৯১	৪৮৯৮	১৩৫৮৭	২২৪৭৬
২০২৪*	৩৯৯১	৪৮৯৮	১৩৫৮৭	২২৪৭৬

উৎস: সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর। (* ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত)

২০২৩-২৪ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-তে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীন মোট ১৪৬টি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। তন্মধ্যে ১৪৪টি বিনিয়োগ প্রকল্প ও ২টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প রয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে উন্নয়ন প্রকল্পে সর্বমোট অর্থায়নের পরিমাণ ২৩,৯২২.৪৪ কোটি টাকা। এর মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়ন ১৯,২৩১.৭৭ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্যের পরিমাণ ৪৬৯০.৬৭ কোটি টাকা।

পরিবহন সেক্টরে সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতায় পিপিপি ভিত্তিতে বাস্তবায়নের জন্য মোট ২০টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত আছে। তন্মধ্যে ৬টি প্রকল্প পিপিপি অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

সড়ক নিরাপত্তা কার্যক্রম

''টেকসই ও নিরাপদ মহাসড়ক গড়ে তোলার জন্য ৪টি জাতীয় মহাসড়কের পার্শ্বে পণ্যবাহী গাড়িচালকদের জন্য পার্কিং সুবিধা সম্বলিত বিশ্রামাগার স্থাপন'' প্রকল্পের আওতায় ঢাকা-চট্টগ্রাম, ঢাকা-সিলেট, ঢাকা-রংপুর এবং ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের কুমিল্লা, হবিগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ এবং মাগুড়ায় পণ্যবাহী গাড়িচালকদের জন্য ৪টি আধুনিক সুবিধা সম্বলিত বিশ্রামাগার স্থাপন করা হচ্ছে।

একটি আধুনিক, নিরাপদ ও সমন্বিত সড়ক যোগাযোগ অবকাঠামো স্থাপনের লক্ষ্যে দেশের জাতীয় মহাসড়কসমূহে ইন্টেলিজেন্ট ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেম বা ITS স্থাপনের প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। মহাসড়কে ITS স্থাপন করা হলে গতিসীমা লঙ্ঘনকারী যানবাহন, অবৈধ পার্কিং, যানজট, সড়ক দুর্ঘটনা সনাক্তকরণ এবং এ বিষয়ে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

সড়ক পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা জোরদারকরণ এবং দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিল কর্তৃক ১১১টি সুপারিশের আলোকে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও ব্যবস্থা গ্রহণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

টোল আদায়

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতায় বিভিন্ন সড়ক, সেতু ও ফেরীসমূহে চলাচলকারী যানবাহন হতে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১০২১.১৫ কোটি টাকা টোল হিসাবে আদায় করা হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে (মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত) সর্বমোট ৬৬৫.৭০ কোটি টাকা টোল আদায় করা হয়।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) কর্তৃক পল্লী অঞ্চলের সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে পল্লী অবকাঠামোসহ অন্যান্য কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য ২০০৫-৩০ সাল মেয়াদে একটি দীর্ঘমেয়াদি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও তদনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে। এলজিইডি ২০১১-১২ হতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত প্রায় ৭৩,৮৬২ কিঃমিঃ সড়ক উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন করেছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত এলজিইডি গ্রামীণ অঞ্চলে ৩,৩১,৮১০ মিটার ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ করেছে। এছাড়াও ৪,৮৯২টি গ্রোথ-সেন্টার/গ্রামীণ হাট বাজার উন্নয়ন, ৩,৪৮৭টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ, ৪২৫টি উপজেলা কমপ্লেক্স নির্মাণ, ১,৯৫৩টি সাইক্লোন সেন্টার নির্মাণ করেছে।

টেকসই নগর উন্নয়ন দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পূর্ব শর্ত। এ ক্ষেত্রে এলজিইডি বিগত ১৫ বছরে নগরাঞ্চলে টেকসই যোগাযোগ ব্যবস্থার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ১৪,০১৯ কি.মি. রাস্তা/ ফুটপাত এবং ২১,৪২১ মিটার ব্রিজ/ কালভার্ট নির্মাণ করেছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত এলজিইডি কর্তৃক পরিবহন অবকাঠামো উন্নয়নে গৃহীত কর্মসূচিসমূহ সারণি ১১.২ এ দেখানো হলো:

সারণি ১১.২: এলজিইডি'র অধীনে পরিবহন অবকাঠামোগত উন্নয়ন

কার্যক্রম	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪*	মোট**
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
পাকা রাস্তা নির্মাণ/ পুনর্বাসন (কি. মি.)	৪৯০৫	৬৬৩৯	৬৫৪৯	৫৯৯০	৪৮১৩	৫২০০	৮৫৩৪	৫৪০০	৫৫০০	৩১০০	৪৪৫০	৪৬২০	৩৫৪৮	৭৩৮৬২
ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ (মি:)	২৬৪১৫	২৭০৫৭	৩২৭০৭	২৯০০০	২৮৫০০	৩২০০০	২৯৭০০	৩০০০০	৭৯৭৮	১৮০০০	২০০০০	২০৫০০	১৫৭৫১	৩৩১৮১০
নগর অঞ্চলে সড়ক ও ফুটপাত নির্মাণ (কি. মি.)	৪৬৮	৭১৭	৬৯৮	১৩১৫	১১১০	১০৩৭	১২৫৬	১৭৪৬	২৩৩২	৭১০	১৫৬০	৬২০	৩৮০	১৪০১৯
নগর অঞ্চলে ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ (মি:)	৬২৭	৭৮৪	১০১১	১২৪০	৯১৫	৭৯৫	১১৬৭	৩৬১৫	২৫৩৮	৩৮৫৭	১৮০৪	১২২৭	১০৫০	২১৪২১

উৎস: এলজিইডি। (* মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত)

জাতীয়ভাবে জিআইএস ডাটা শেয়ার করার অভিন্ন প্লাটফর্ম হিসেবে বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে National Spatial Data Infrastructure (NSDI) প্রস্তুতির কাজ চলছে। জনসাধারণের নিজস্ব চাহিদা মোতাবেক ম্যাপ সহজে তৈরি করতে জিআইএস পোর্টালটি অনলাইনে চালু রয়েছে। পোর্টালটি ব্যবহার করে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নের সময় খুব সহজে সড়ক নির্বাচনে দ্বৈততা যাচাই করা যাচ্ছে।

উপকূলীয় পল্লী এলাকার জনগণের জানমাল সুরক্ষায় এলজিইডি বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (এমডিএসপি) বাস্তবায়ন করছে। উপকূলীয় জেলাগুলো হচ্ছে - বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ফেনী, নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৩৫৩টি নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে, ১৭৭টি নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে এবং ৪১০টি বিদ্যমান আশ্রয়কেন্দ্র মেরামত করা হচ্ছে। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহ যেমন- ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার মেইনস্ট্রিমিং (ক্রিম) প্রকল্প, অভিযোজন বৃদ্ধি এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকল্পে টেকসই অবকাঠামো প্রকল্প (রিভার), উপকূলীয় শহর জলবায়ু সহিষ্ণু প্রকল্প (সিটিসিআরপি) বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ)

বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ) সড়ক পরিবহন সেক্টরের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, তত্ত্বাবধান ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কাজ করে থাকে। এ প্রতিষ্ঠানের মূল কাজ হলো- মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন ও ফিটনেস প্রদান এবং রুট পারমিট ও ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু। বিআরটিএ পরিবহন সেক্টরের সার্বিক উন্নয়নে ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিআরটিএ'র সাম্প্রতিক সময়ে গৃহীত উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থাসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- জনগণের দোরগোঁড়ায় বিআরটিএ'র সকল সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টাল (বিএসপি) নামে একটি কেন্দ্রীয় প্ল্যাটফর্ম চালু করা হয়েছে। শিক্ষানবিশ ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রিন্ট, রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট ও রাইডশেয়ারিং মোটরযান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রিন্ট, বিআরটিএ ঢাকা বিভাগ ও চট্টগ্রাম বিভাগের সকল সার্কেলে মোটরযানের ফিটনেস নবায়নের জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট গ্রহণ, মোটরযানের কর ও ফি জমা প্রদান, মোটরযান রেজিস্ট্রেশনের জন্য অনলাইনে আবেদন দাখিল, ড্রাইভিং লাইসেন্স পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি সেবাসমূহ বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টাল (বিএসপি) এর মাধ্যমে অনলাইনে প্রদান করা হচ্ছে।

- রাজস্ব ফাঁকি রোধ, গাড়ি চুরি/ছিনতাইসহ বিভিন্ন অপরাধ প্রবণতা হ্রাস, দিনে ও রাতে সমানভাবে দৃশ্যমান হওয়াসহ বিআরটিএ'র এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ৩১ অক্টোবর ২০১২ তারিখ থেকে মোটরযানের রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট, রেডিও ফ্রিক্যুয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন (RFID) ট্যাগ ও ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রবর্তন করা হয়। ঢাকা মহানগরীতে মোটরযানের গতিবিধি ট্র্যাকিং করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ১২টি স্থানে আরএফআইডি স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে এবং আরও ১২টি পয়েন্টে ১২টি আরএফআইডি স্টেশন স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। শুরু থেকে মার্চ/২০২৪ পর্যন্ত সর্বমোট ৪৮,৯৬,৮১৮ সেট আরএফআইডি ট্যাগ ও রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট প্রস্তুত করা হয়েছে এবং ৮৩,৬১,০৮৬ সেট আরএফআইডি ট্যাগ ও রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট গাড়িতে সংযোজন করা হয়েছে, সর্বমোট ৪৫,৩১,৭৩১ টি ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রস্তুত করা হয়েছে এবং ৩৭,০৯,৩৫৫টি ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়েছে।

২০১০-১১ অর্থবছর হতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত রাজস্ব আদায়ে বিআরটিএ'র লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত আদায় সারণি ১১.৩-এ দেখানো হলো:

সারণি ১১.৩: বিআরটিএ'র রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ও আদায়

কোটি টাকায়

অর্থবছর	লক্ষ্যমাত্রা	আদায়	আদায়ের শতকরা হার
২০১০-১১	৯০৮.৫৬	৬৮৫.৬০	৭৫.৪৬
২০১১-১২	৯০৩.৫৯	৬৪২.৩৭	৭১.০৯
২০১২-১৩	১১০১.২৫	৭৬৯.৮৬	৬৯.৯১
২০১৩-১৪	১১৫৬.৬০	৯৫২.২৫	৮২.৩৩
২০১৪-১৫	১২৪৯.২৩	১০৬২.২৯	৮৫.০৪
২০১৫-১৬	১৩৫৪.০১	১৬১৯.০২	১১৯.৫৭
২০১৬-১৭	১৭৭১.৮৪	১৪৬৯.৮৬	৮২.৯৬
২০১৭-১৮	১৮০৫.৫১	১৫৪৫.০৭	৮৫.৫৭
২০১৮-১৯	১৮৩৪.১৪	১৮২৫.৮৩	৯৯.৫৫
২০১৯-২০	২০১৭.৯২	১৬৮১.৬৭	৮৩.৩৪
২০২০-২১	২২৩৫	১৬২৭	৭২.৭৯
২০২১-২২	২৪০০	১৮২৩.৮৭	৭৫.৯৯
২০২২-২৩	৩০৫৪	২০২০.১৩	৬৬.১৫
২০২৩-২৪*	৪৯৯৬.৩৪	১৫৯৪.০৬	৩১.৯১

উৎস: বিআরটিএ। (*মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত)

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি)

দেশের পরিবহন খাতের মান ও ভাড়া নিয়ন্ত্রণ এবং তুলনামূলকভাবে উন্নত ও মানসম্মত পরিবহন সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি) দেশে সাশ্রয়ী মূল্যে দ্রুত, দক্ষ, আরামপ্রদ, আধুনিক ও নিরাপদ সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বর্তমানে বিআরটিসি'র যানবাহনের বহরে মোট ১,৩৫০টি বাস ও ৫৮৫টি ট্রাক রয়েছে এবং মোট ২২টি বাস ডিপো ও ২টি ট্রাক ডিপো রয়েছে।

বিআরটিসি'র উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহের অগ্রগতি:

- দেশের মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে বিআরটিসি'র বিভিন্ন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট/ট্রেনিং সেন্টারের মাধ্যমে ২০০৮-০৯ হতে ২০২৩-২৪ অর্থবছর (জানুয়ারি/২০২৪) পর্যন্ত ১২,১৬২ জন মহিলাসহ

মোট ১,৩২,১৫২ জন প্রশিক্ষণার্থীকে ড্রাইভিং ও ওয়েল্ডিং কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- কোরিয়া হতে ৩৪০টি CNG এবং ৫০টি ইলেকট্রিক একতলা এসি বাস এবং ভারত হতে ১০০টি ইলেকট্রিক দ্বিতল এসি বাস ক্রয় কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

- ঢাকা-কোলকাতা-ঢাকা, ঢাকা-আগরতলা-ঢাকা, আগরতলা-ঢাকা-কোলকাতা-আগরতলা,ঢাকা-লেট-শিলং-গোহাটি-ঢাকা এবং ঢাকা-খুলনা-কোলকাতা-ঢাকা রুটে বিআরটিসি'র আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস চালু রয়েছে।
- 'দক্ষ চালক তৈরির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বিআরটিসি'র ০৩টি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও ১৭টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২১টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নতুন ভবন নির্মাণসহ ২৫টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য আধুনিক প্রশিক্ষণ সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করা হচ্ছে।

সারণি ১১.৪-এ ২০১০-১১ হতে ২০২৩-২৪ (জানুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত) অর্থবছরে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশনের রাজস্ব আয়-ব্যয়ের বিবরণ দেয়া হলো:

সারণি ১১.৪: বিআরটিসি'র রাজস্ব আয়-ব্যয়

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	আয়	পরিচালন ব্যয়	পরিচালন উদ্বৃত্ত
২০১০-১১	১১৫.১১	১০৯.৮৪	৫.২৭
২০১১-১২	১৭৩.৬০	১৭১.৯০	১.৭০
২০১২-১৩	২০১.৭০	১৯৮.৪৮	৩.২২
২০১৩-১৪	২৪৩.১১	২৩৩.৫৩	৯.৫৮
২০১৪-১৫	২৩৪.০৭	২৩০.৫১	৩.৫৬
২০১৫-১৬	২৬৬.৩৬	২৫৮.৩১	৮.০৫
২০১৬-১৭	২৬২.৫৫	২৬৭.৬০	-৫.০৫
২০১৭-১৮	২৫৩.১৮	২৫৬.১০	-২.৯২
২০১৮-১৯	২৫৮.৮৮	২৫৯.৮২	-০.৯৪
২০১৯-২০	৩৪৯.২৮	৩২৪.৪৩	২৪.৮৫
২০২০-২১	৩২৪.৪৬	২৯৯.৬৮	২৪.৭৮
২০২১-২২	৪৭৫.৯১	৪৪০.১৫	৩৫.৭৬
২০২২-২৩	৬৩১.৭৮	৫৮৪.০৭	৪৭.৭১
২০২৩-২৪*	৩৩৮.১৩	৩১৮.৮৭	১৯.২৬

উৎস: বিআরটিসি। (* জানুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত)

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) ঢাকা মহানগরী ও পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহের গণপরিবহন ব্যবস্থাকে সমন্বিত করার লক্ষ্যে ২০১২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ডিটিসিএ'র আওতাভুক্ত এলাকার আয়তন ৭,৪০০ বর্গকিলোমিটার, এর আওতাধীন জেলাগুলো হলো- ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর ও নরসিংদী জেলা। বর্তমানে ডিটিসিএ এর আওতাভুক্ত এলাকার পরিবহন সংশ্লিষ্ট সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, অনুমোদন, সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ করে থাকে।

ডিটিসিএ'র উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহের অগ্রগতি

- SMART Card ব্যবহার করে বিভিন্ন পরিবহন মাধ্যম যেমন-মেট্রোরেল, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট, বাংলাদেশ রেলওয়ে, বিআরটিসি'র বাস, বিআইডব্লিউটিসি'র নৌযান ও চুক্তিবদ্ধ বেসরকারি বাসে স্বাচ্ছন্দ্যে ও নিরবচ্ছিন্নভাবে যাতায়াতের লক্ষ্যে e-Clearing House ২০১৭ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং 'র‍্যাপিড পাস' নামে স্মার্ট কার্ড চালু করা হয়। একটি টেকসই ই-টিকেটিং সিস্টেম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভবিষ্যতে Transport Clearing House পরিচালনা, সম্প্রসারণ এবং Rapid Pass কার্ড এর বহুবিধ ব্যবহার (ইউটিলিটি বিল পরিশোধ, টোল পরিশোধ, ছাত্র-ছাত্রীদের বেতন পরিশোধ ইত্যাদি) বৃদ্ধির জন্যে ক্লিয়ারিং হাউজ প্রকল্প ফেইজ-২ এর আওতায় Special Purpose Company (SPC) গঠনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

- ঢাকা মহানগরীতে গণপরিবহনে শৃঙ্খলা আনয়নের লক্ষ্যে বৃহত্তর ঢাকা শহরের বাস সার্ভিস ব্যবস্থাকে মোট ৯টি ক্লাস্টারে ভাগ করে ২২টি কোম্পানির অধীন ৪২টি রুটে পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এরই ফলশ্রুতিতে ঘাটারচর থেকে কাঁচপুর পর্যন্ত পাইলটিং রুটে ফ্রাঞ্চাইজ পদ্ধতিতে বাস পরিচালনার লক্ষ্যে "ঢাকা নগর পরিবহন" বাস সার্ভিস চালু করা হয়। পরবর্তীতে "ঘাটারচর থেকে ডেমরা স্টাফ কোয়ার্টার" এবং "ঘাটারচর থেকে কদমতলী" রুট দু'টিতে "ঢাকা নগর পরিবহন" বাস সার্ভিস চালু করা হয়।
- ডিটিসিএ আইন অনুযায়ী কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নির্মিতব্য বহুতল ভবন ও আবাসিক প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে ডিটিসিএ হতে যানবাহন প্রবেশ-নির্গমন ও চলাচল (Traffic Circulation) সংক্রান্ত নকশা অনুমোদনের বিধান রয়েছে। Traffic Impact Assessment (TIA) এর মাধ্যমে এ বিষয়ে অনাপত্তি দেয়া হচ্ছে।

ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)

ঢাকা মহানগরী ও তৎসংলগ্ন পার্শ্ববর্তী এলাকার যানজট নিরসনে ও পরিবেশ উন্নয়নে সরকারি মালিকানাধীন Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) কর্তৃক ২০৩০ সালের মধ্যে ৬টি Mass Rapid Transit (MRT) বা মেট্রোরেলের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার নিমিত্ত একটি সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। গৃহীত সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনাটি সারণি ১১.৫-এ দেয়া হলো:

সারণি ১১.৫: ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড এর সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা, ২০৩০

এমআরটি লাইনের নাম	পর্যায়	সমাপ্তির সাল	ধরণ
এমআরটি লাইন-৬	প্রথম	২০২৫	উড়াল
এমআরটি লাইন-১	দ্বিতীয়	২০২৬	উড়াল ও পাতাল
এমআরটি লাইন-৫: নর্দার্ন রুট		২০২৮	
এমআরটি লাইন-৫: সাউদার্ন রুট	তৃতীয়	২০৩০	
এমআরটি লাইন-২			
এমআরটি লাইন-৪			

উৎস:সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

MRT Line-6: সংশোধিত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী উত্তরা হতে মতিঝিল পর্যন্ত ২১.২৬ কিলোমিটার দীর্ঘ এমআরটি লাইন-৬ এর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২৮ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ উত্তরা উত্তর হতে আগারগাঁও অংশ প্রথম ধাপে এবং গত ০৪ নভেম্বর ২০২৩ তারিখ আগারগাঁও থেকে মতিঝিল পর্যন্ত অংশ দ্বিতীয় ধাপে শুভ উদ্বোধন করেছেন। প্রতিদিন গড়ে ২ লক্ষ ৯৫ হাজার যাত্রী মেট্রোরেলে যাতায়াত করছেন। ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত উত্তরা উত্তর হতে মতিঝিল পর্যন্ত অংশের বাস্তব গড় অগ্রগতি ৯৯.৮০ শতাংশ। মতিঝিল থেকে কমলাপুর পর্যন্ত অংশের পূর্ত কাজের অগ্রগতি ৩০.০৫ শতাংশ। মতিঝিল থেকে কমলাপুর পর্যন্ত অংশের পূর্ত কাজের অগ্রগতি ৩০.০৫ শতাংশ। আগামী জুন ২০২৫ মাসে মতিঝিল থেকে কমলাপুর পর্যন্ত অংশ উদ্বোধনের পরিকল্পনা রয়েছে।

MRT Line-1: ২০২৬ সালের মধ্যে কমলাপুর থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত ১৯.৮৭২ কিলোমিটার পাতাল এবং নতুন বাজার থেকে পিতলগঞ্জ ডিপো পর্যন্ত ১১.৩৬৯ কিলোমিটার উড়াল মোট ৩১.২৪১ কিলোমিটার দীর্ঘ ও ২১টি স্টেশন বিশিষ্ট MRT Line-1 নির্মাণের নিমিত্ত ১২টি প্যাকেজের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তন্মধ্যে পিতলগঞ্জ ডিপোর ভূমি উন্নয়ন সংক্রান্ত কন্ট্রাক্ট প্যাকেজ CP-01 এর ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৩৫ শতাংশ। অবশিষ্ট ১১টি প্যাকেজের দরপত্র আহবান কার্যক্রম বিভিন্ন পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন আছে। ২০২৬ সালের মধ্যে এমআরটি লাইন-১ চালু হলে দৈনিক ৮ লক্ষ যাত্রী যাতায়াত করতে সক্ষম হবে।

MRT Line-5 (Northern Route): হেমায়েতপুর হতে ভাটারা পর্যন্ত পাতাল ও উড়াল সমন্বয়ে ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ (পাতাল ১৩.৫০ কিলোমিটার এবং উড়াল ৬.৫০ কিলোমিটার) ও ১৪টি স্টেশন (পাতাল ৯টি এবং উড়াল ৫টি) বিশিষ্ট এমআরটি লাইন-৫ এর নির্মাণ কাজ মোট ১০টি প্যাকেজের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তন্মধ্যে হেমায়েতপুর ডিপোর ভূমি উন্নয়ন সংক্রান্ত প্যাকেজ CP-01 এর ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত অগ্রগতি ১২.৪৩ শতাংশ। অবশিষ্ট ৯টি প্যাকেজের দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রম বিভিন্ন পর্যায়ে প্রক্রিয়াধীন আছে। গত ০৪ নভেম্বর ২০২৩ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী MRT Line-5: Northern Route এর নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেছেন। ২০২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে এমআরটি লাইন-৫ চালু হলে দৈনিক ১২ লক্ষ ৩০ হাজার যাত্রী যাতায়াত করতে সক্ষম হবে।

MRT Line-5 (Southern Route): ২০৩০ সালের মধ্যে গাবতলী থেকে আফতাব নগর পশ্চিম পর্যন্ত ১২.৮০ কিলোমিটার পাতাল এবং আফতাব নগর সেন্টার থেকে বালুরপাড় পর্যন্ত ৪.৬০ কিলোমিটার উড়াল মোট ১৭.৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ MRT Line-5: Southern Route নির্মাণের নিমিত্ত Feasibility Study ও Engineering Design সম্পন্ন হয়েছে।

MRT Line-2: ২০৩০ সালের মধ্যে গাবতলী হতে চট্টগ্রাম রোড পর্যন্ত উড়াল ও পাতাল সমন্বয়ে প্রায় ২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ G2G ভিত্তিতে PPP পদ্ধতিতে MRT Line-2 নির্মাণের উদ্যোগ প্রক্রিয়াধীন আছে। MRT Line-2 এর Feasibility Study করার জন্য Preliminary Development Project Proposal (PDPP) অনুমোদনের পর অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

MRT Line-4: ২০৩০ সালের মধ্যে কমলাপুর থেকে সাইনবোর্ড হয়ে নারায়ণগঞ্জ জেলার মদনপুর পর্যন্ত উড়াল ও পাতাল সমন্বয়ে প্রায় ১৬ কিলোমিটার দীর্ঘ MRT Line-4 নির্মাণের উদ্যোগ প্রক্রিয়াধীন আছে। বাংলাদেশ সরকার এবং

কোরিয়া সরকারের মধ্যে গত ০৪ মে ২০২৩ তারিখ একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

Transit Oriented Development (TOD) Hub: Non-fare Business হিসেবে MRT Line-6 এর উত্তরা সেন্টার স্টেশন সংলগ্ন ভূমিতে এবং এমআরটি লাইন-৫: নর্দার্ন রুট এর গাবতলী মেট্রোরেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় TOD Hub নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। MRT Line-6 এর উত্তরা সেন্টার মেট্রোরেল স্টেশন সংলগ্ন ভূমিতে TOD Hub নির্মাণের নিমিত্ত রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) এর নিকট থেকে ২৮.৬১৭ একর ভূমি বরাদ্দ গ্রহণ করা হয়েছে। অপর পাঁচটি এমআরটি লাইনের জন্য TOD Hub নির্মাণের নিমিত্ত ভূমি অনুসন্ধানের কাজ চলছে।

Station Plaza নির্মাণ: Dhaka Metro Rail Network-এর প্রতিটি লাইনের প্রধান প্রধান মেট্রোরেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় সুবিধাজনক স্থানে ন্যূনতম ৪টি করে Station Plaza গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

সেতু বিভাগ

সেতু বিভাগ ১,৫০০ মিটার ও তদূর্ধ্ব দৈর্ঘ্যের সেতু, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ও টানেল নির্মাণ এবং টোল সড়ক, ফ্লাইওভার, এক্সপ্রেসওয়ে, কজওয়ে, লিংক রোড ইত্যাদি নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান। সেতু বিভাগের আওতায় একমাত্র সংস্থা 'বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ' এর উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডসমূহ নিম্নরূপ:

বঙ্গবন্ধু সেতু

যমুনা নদী দ্বারা বিভক্ত দেশের দু'টি অঞ্চলকে একীভূত করে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে দেশের সার্বিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ১৯৯৮ সালে যমুনা নদীর উপর ৪.৮ কিলোমিটার দীর্ঘ বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণ করা হয়।

পদ্মা সেতু

দেশের দক্ষিণাঞ্চলের সাথে অন্যান্য অঞ্চলের সুষ্ঠু এবং সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ৬.১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ ৩০,১৯৩.৩৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে নির্মিত পদ্মা সেতুটি চালু হওয়ার পর হতে মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত মোট ১,৪৩৫.০৭ কোটি টাকা টোল আদায় করা হয়েছে। পদ্মা সেতুর উপরের অংশ

দিয়ে যানবাহন ও নীচের অংশ দিয়ে রেল চলাচল করছে। এ সেতুর ফলে প্রায় ৪৪,০০০ বর্গ কিলোমিটার বা বাংলাদেশের মোট এলাকার ২৯ শতাংশ অঞ্চলজুড়ে ৩ কোটিরও অধিক জনগণ প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হচ্ছে।

২০১০-১১ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু সেতু হতে টোল বাবদ রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ সারণি ১১.৬ এ দেখানো হলো:

সারণি ১১.৬: বঙ্গবন্ধু সেতু হতে সংগৃহীত টোলের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বৎসর	রাজস্ব আদায়
২০১০-১১	২৬৭.৬৬
২০১১-১২	৩০৪.৬৬
২০১২-১৩	৩২৫.২০
২০১৩-১৪	৩২৩.৩৮
২০১৪-১৫	৩৪৯.০৮
২০১৫-১৬	৪০২.৪৩
২০১৬-১৭	৪৮৪.৪২
২০১৭-১৮	৫৪৩.৮০
২০১৮-১৯	৫৭৫.৪১
২০১৯-২০	৫৬০.২৮
২০২০-২১	৬৫৪.৮২
২০২১-২২	৭০৪.৫৫
২০২২-২৩	৬৮০.৪৫
২০২৩-২৪*	৪৮৯.৮৮

উৎস: বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ। (*মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত)

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ

ঢাকা শহরের যানজট নিরসনের লক্ষ্যে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালি পর্যন্ত পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) - এর আওতায় ৮,৯৪০.১৮ কোটি টাকা ব্যয়ে র‍্যাম্পসহ মোট ৪৬.৭৩ কিলোমিটার দীর্ঘ) এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পটি মোট তিনটি ধাপে বাস্তবায়িত হচ্ছে। বর্তমানে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের দক্ষিণে কাওলা থেকে এফডিসি গেইট পর্যন্ত ১৩ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড অংশ যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে। এ পর্যন্ত ১ম ধাপের ভৌত অগ্রগতি ১০০ শতাংশ, ২য় ধাপের ভৌত অগ্রগতি ৭৭.৬৬ শতাংশ, ৩য় ধাপের ভৌত অগ্রগতি ১২.০৫ শতাংশ এবং প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৭৩.৫২ শতাংশ।

কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণ

দক্ষিণ এশিয়ায় নদীর তলদেশে প্রথম সড়ক টানেল নির্মাণকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম শহরে কর্ণফুলী

নদীর তলদেশে মোট ১০,৬৮৯.৭১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে নির্মিত ৩.৩২ কিলোমিটার দীর্ঘ টানেল গত ২৮ অক্টোবর ২০২৩ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেন। ২৯ অক্টোবর ২০২৩ তারিখ টানেলটি যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। টানেলটি চালু হওয়ার পর হতে মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত মোট ১৮.৯৮ কোটি টাকা টোল আদায় করা হয়েছে।

বিআরটি লেন নির্মাণ (এলিভেটেড অংশ)

'সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট' এর আওতায় গাজীপুর হতে হযরত শাহাজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ Bus Rapid Transit বা BRT লেন নির্মাণ প্রকল্প ২,০৩৯.৮৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে সেতু বিভাগ কর্তৃক ৪.৫০ কিলোমিটার এলিভেটেড অংশ নির্মাণের বাস্তবায়ন কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে উত্তরা বি.এন.এস সেন্টার হতে টঙ্গি চেরাগ আলী মার্কেট পর্যন্ত ৪.৫ কিলোমিটার ঢাকামুখী এবং ময়মনসিংহমুখী দুই লেন যানচলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পটি আগামী ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখ শেষ হবে। দ্রুততম সময়ে এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে আশুলিয়া হয়ে ইপিজেড পর্যন্ত ২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১৬,৯০১.৩২ কোটি টাকা। গত ১২ নভেম্বর ২০২২ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রকল্পের নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। এ পর্যন্ত প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৪০ শতাংশ। এটি নির্মিত হলে এশিয়ান হাইওয়ে নেটওয়ার্ক এবং প্রায় সকল জাতীয় মহাসড়কের সাথে যুক্ত হওয়া সম্ভব হবে এবং ঢাকার সাথে বিভিন্ন জেলার সংযোগ স্থাপনকারী আবদুল্লাহপুর-আশুলিয়া-বাইপাইল-চন্দ্রা করিডোরে যানজট অনেকাংশে হ্রাস পাবে।

কচুয়া-বেতাগী-পটুয়াখালী সড়কে পায়রা নদীর উপর সেতু নির্মাণ

দক্ষিণাঞ্চলের সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়নের অংশ হিসেবে কচুয়া-বেতাগী-পটুয়াখালী-লোহালিয়া-কালাইয়া সড়কে পায়রা নদীর উপর ১.৬৯ কিলোমিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণে মোট ১,০৪২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি গত ১০ মার্চ ২০২০ তারিখের একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। গত ১৪ নভেম্বর ২০২৩ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক এ প্রকল্পের নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। ডিসেম্বর ২০২৫ এর মধ্যে প্রকল্পটি সম্পন্ন হবে আশা করা যায়।

পঞ্চবটি হতে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও দোতলা রাস্তা নির্মাণ

পঞ্চবটি হতে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত ১০.৭৫ কিলোমিটার সড়ক প্রশস্তকরণ এবং ৯.০৬ কিলোমিটার দোতলা রাস্তা নির্মাণের লক্ষ্যে ২,২৪২.৭৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বর্ণিত প্রকল্পের ডিপিপি গত ০৮ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। এ পর্যন্ত প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ২২.৫৩ শতাংশ। জুন ২০২৫ এর মধ্যে প্রকল্পটি সম্পন্ন হবে আশা করা যায়।

কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলা সদর হতে করিমগঞ্জ উপজেলার মরিচখালী পর্যন্ত উড়াল সড়ক নির্মাণ

কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলা সদর হতে করিমগঞ্জ উপজেলার মরিচখালী পর্যন্ত ১৫.৩১ কিলোমিটার দীর্ঘ উড়াল সড়ক নির্মাণের লক্ষ্যে ৫৬৫১.১৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ডিপিপি গত ১৭ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটির মেয়াদ ০১ মার্চ ২০২৩ থেকে ৩০ জুন ২০২৮। বর্তমানে প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ ও ঠিকাদার নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন এবং নতুন সেতু ও ইনার এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা

২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশে উন্নীতকরণের লক্ষ্যমাত্রা সামনে রেখে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে মোট ৩৭১.৯০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩০ বছর মেয়াদি একটি মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নের মাধ্যমে সমন্বিত ও নিরবচ্ছিন্ন পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ এবং দেশের সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্পসমূহ চিহ্নিতকরণ, প্রকল্প গ্রহণ এবং বাস্তবায়নে সুপারিশ করা হবে।

মতলব উত্তর-গজারিয়া সড়কে মেঘনা-ধনাগোদা নদীর উপর দীর্ঘ সেতু নির্মাণ

মতলব উত্তর-গজারিয়া সড়কে মেঘনা-ধনাগোদা নদীর উপর ১.৮৫ কিলোমিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্পটি গত ৩১ অক্টোবর

২০২৩ তারিখ একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৪,১৭৪.৬৭৯৬ কোটি টাকা। প্রকল্পটি ০১ জানুয়ারি ২০২৪ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৮ মেয়াদে বাস্তবায়িত হবে। বর্তমানে প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ ও ঠিকাদার নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

রেল যোগাযোগ

বাংলাদেশ রেলওয়েকে গণপরিবহণের নির্ভরযোগ্য, সাশ্রয়ী, পরিবেশবান্ধব, যুগোপযোগী ও গণমুখী করার লক্ষ্যে রেলপথ বিভাগকে ২০১১ সালে একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয়ে উন্নীত করা হয়। রেল যোগাযোগ ও পরিবহন পরিষেবার মানোন্নয়নকে ৮ম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনা রূপকল্প-২০২১ শীর্ষক জাতীয় দলিলে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় রেলওয়ের উন্নয়নের জন্য অধিক অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে। নতুন অনুমোদিত রেলওয়ের মহাপরিকল্পনায় জুলাই ২০১৬ থেকে জুন ২০৪৫ পর্যন্ত ৬টি পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য ৫,৫৩,৬৬২ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ২৩০টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত আছে।

বর্তমানে ৩,২৫৪ কিলোমিটার দীর্ঘ রেললাইনের নেটওয়ার্ক দেশের ৪৩টি জেলাসহ প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ স্থানকে সংযুক্ত করেছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে ৩২টি অনুমোদিত প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এসব উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে রেল যোগাযোগ ও পরিবহন সেবার সার্বিক মানোন্নয়ন ঘটবে, নতুন নতুন জেলাকে রেল নেটওয়ার্কের আওতায় এনে অভ্যন্তরীণ রেল যোগাযোগ নেটওয়ার্কের উন্নয়ন ছাড়াও আন্তর্জাতিক রেল যোগাযোগ (ট্রান্স এশিয়ান রেল নেটওয়ার্ক, সার্ক নেটওয়ার্ক ইত্যাদি) প্রতিষ্ঠিত হবে। ফলে রাজধানী ঢাকার যানজট নিরসনে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

২০০৯ সাল থেকে অদ্যাবধি বাংলাদেশ রেলওয়ের উল্লেখযোগ্য অর্জিত সাফল্য হলো ৮৭৩.১৯ কি. মি. নতুন রেল লাইন নির্মাণ, ৩৪০.১৭ কি. মি. মিটারগেজ রেল লাইন ডুয়েলগেজে রূপান্তর, ১৩৯১.৩২ কি. মি. রেল লাইন পুনর্বাসন/পুনঃনির্মাণ, ১৪৬টি স্টেশন বিল্ডিং নতুন নির্মাণ, ২৩৭টি স্টেশন বিল্ডিং পুনর্বাসন/পুনঃনির্মাণ, ১০৩৭টি নতুন রেল সেতু নির্মাণ, ৭৯৪টি রেল সেতু পুনর্বাসন/পুনঃনির্মাণ, ১০৯টি (৫০টি এমজি ও ৫৯টি বিজি) লোকোমোটিভ এবং ২০ সেট ডিইএমইউ সংগ্রহ, ৬৫৮টি (৩৫৮টি বিজি ও ৩০০টি এমজি) যাত্রীবাহী ক্যারেজ সংগ্রহ, ৫৩০টি যাত্রীবাহী ক্যারেজ পুনর্বাসন, ৫১৬টি মালবাহী ওয়াগন এবং ৩০টি ব্রেক ভ্যান সংগ্রহ, ২৭৭টি মালবাহী ওয়াগন পুনর্বাসন, ১৩৪টি স্টেশন সিগনালিং ব্যবস্থা উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ, ৯টি স্টেশন সিগনালিং ব্যবস্থা পুনর্বাসন, ১৪৩টি নতুন ট্রেন চালুকরণ, ১টি (ডুয়েলগেজ) হুইল লেদ মেশিন স্থাপন, বঙ্গবন্ধু সেতুর নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে ২টি লোড মনিটরিং ডিভাইস সংগ্রহ, ৬টি রিলিফ ক্রেন সংগ্রহ, ২টি ট্রেন ওয়াশিং প্ল্যান্ট সংগ্রহ, ২টি লোকোমোটিভ সিমুলেটর সংগ্রহ ইত্যাদি।

বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন চলমান গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহ হচ্ছে: 'পদ্মাসেতু রেলসংযোগ প্রকল্প', 'বঙ্গবন্ধু রেলওয়ে সেতু নির্মাণ', 'দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমারের নিকটে গুনদুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন ডুয়েল গেজ ট্র্যাক নির্মাণ', 'আখাউড়া থেকে লাকসাম পর্যন্ত ডুয়েল গেজ ডাবল রেললাইন নির্মাণ এবং বিদ্যমান রেললাইনকে ডুয়েল গেজে রূপান্তর', খুলনা হতে মোংলাপোর্ট পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ, 'বাংলাদেশ রেলওয়ের ঢাকা-টঙ্গী সেকশনে ৩য় ও ৪র্থ ডুয়েলগেজ লাইন এবং টঙ্গী-জয়দেবপুর সেকশনে ডুয়েলগেজ ডাবল লাইন নির্মাণ', 'বাংলাদেশ রেলওয়ের বগুড়া হতে শহিদ এম মনসুর আলী স্টেশন পর্যন্ত নতুন ডুয়েলগেজ রেললাইন নির্মাণ', 'বাংলাদেশ রেলওয়ের মধুখালী হয়ে মাগুরা শহর পর্যন্ত ব্রডগেজ রেলপথ নির্মাণ', 'ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সেকশনে বিদ্যমান মিটারগেজ রেললাইনের সমান্তরাল একটি ডুয়েলগেজ রেললাইন নির্মাণ', 'বাংলাদেশ রেলওয়ের পার্বতীপুর হতে কাউনিয়া পর্যন্ত মিটারগেজ রেলওয়ে লাইন ডুয়েলগেজে রূপান্তর', 'বাংলাদেশ রেলওয়ের খুলনা-দর্শনা ডাবল লাইন নির্মাণ'।

২০১০-১১ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্বিক কর্মকাণ্ডের তথ্য সারণি ১১.৭-এ দেখানো হলো:

সারণি ১১.৭: বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্বিক কর্মকান্ড

অর্থ বছর	যাত্রী পরিবহন কি. মি. হিসেবে (মিলিয়ন)	পণ্য পরিবহন টনকি. মি. হিসেবে (মিলিয়ন)	*রাজস্ব আয় (কোটি টাকায়)	রাজস্ব ব্যয় (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৫	৬
২০১০-১১	৮০৫১.৯২	৬৯২.৬৪	৭৪৭.০৭	১৪৯১.৮২
২০১১-১২	৮৭৮৭.২৩	৫৮২.১১	৭২৬.৪২	১৫৬৭.১২
২০১২-১৩	৮২৫৩.৪২	৫২৫.৩৭	৮০৪.২৬	১৫৬২.৩৮
২০১৩-১৪	৮১৩৪.৭০	৬৭৭.৩৫	৮০০.১৭	১৬০১.৬৯
২০১৪-১৫	৮৭১১.৩৬	৬৯৩.৮৪	৯৩৫.৪৫	১৮০৮.২৯
২০১৫-১৬	৯১৬৭.১৮	৬৭৫.০৯	৯০৪.০২	২২২৯.২২
২০১৬-১৭	১০,০৪০.৬৬	১০৫২.৬৭	১৩০.৩৭	২৮৩৫.৫২
২০১৭-১৮	১২৯৯৩.৯১	১২৩৬.৫০	১৪৮৬.১৫	২৯১৮.০২
২০১৮-১৯	১৪৩৩৪.৭৬	৯১৩.৪৮	১৪০৬.৫	৩০৫০.৬৬
২০১৯-২০	৯৫৭৭.৬৮	১০০২.০৪	১১২৫.৮৫	৩১৮৮.৯৭
২০২০-২১	১০৪৫৫.৬০	১০৪২.০০	১১৮২.০০	৩২৮৪.০০
২০২১-২২	৬১৮৯.০০	১১০৩.০০	১২৭৯.০০	২৩৯৩.০০
২০২২-২৩*	৬৮০৮.০০	১২১৩.০০	১৪৭১.০০	২৬৩২.০০
২০২৩-২৪*	৭৪৮৯.০০	১৩৩৪.০০	২০৫৯.০০	২৮৯৫.০০

উৎস: রেলপথ মন্ত্রণালয়। *সাময়িক।

নৌযোগাযোগ

নৌপথ একটি সাশ্রয়ী, পরিবেশ বান্ধব ও নিরাপদ যোগাযোগ ব্যবস্থা। নৌপথের সর্বোচ্চ ব্যবহারের লক্ষ্যে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন অবকাঠামোর উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। আধুনিক বন্দর ব্যবস্থাপনা, নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্ন নৌযান চলাচল নিশ্চিতকরণ, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং দক্ষ ও সাশ্রয়ী নৌপরিবহন সেবা প্রদানের মাধ্যমে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদান প্রভৃতি কার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রম নিম্নে তুলে ধরা হলো।

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন, সংরক্ষণ, পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করে থাকে। বিআইডব্লিউটিএ'র ড্রেজিং বহরে মোট ৪৫টি ড্রেজার এবং ২৫৫টি ড্রেজার সহায়ক জলযান, ১২টি লংবুম এক্সাভেটর, ০৩টি ডেমুলেশন এক্সাভেটর, ০৫টি এক্সিবিয়ান এক্সাভেটর, ০৩টি কেবিন ক্রুজার, ২৩টি পন্টুন এবং ১২টি ফর্ক লিফট রয়েছে। অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের বিভিন্ন ফেরীঘাট, লঞ্চঘাট ও ওয়েসাইড ঘাটে ১৮৭টি নতুন পন্টুন স্থাপন (ফেব্রুয়ারি' ২৪ পর্যন্ত), মাঝারি ও বড় ধরনের (ডকিং) পন্টুন মেরামত এবং ৪৭২টি পন্টুন বিভিন্ন লঞ্চঘাট ও নদী বন্দরে স্থাপন প্রভৃতি কার্যক্রম সম্পন্ন করায় যাত্রী ও মালামাল ওঠানামা নিরাপদ ও সহজতর হয়েছে। সারণি ১১.৮ এ ২০১০-১১ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত বিআইডব্লিউটিএ'র রাজস্ব আয়-ব্যয়ের বিবরণী দেয়া হলো:

সারণি ১১.৮: বিআইডব্লিউটিএ'র আয়-ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	আয়	প্রকৃত ব্যয়	নীট লাভ/নীট লোকসান (+/-)
২০১০-১১	২৩৭.৫৩	২৩৯.১০	-১.৫৭
২০১১-১২	২৯০.৭৮	২৭২.৯১	১৭.৮৭
২০১২-১৩	৩৪৯.০৯	৩২৯.৪০	১৯.৬৯
২০১৩-১৪	৩২০.০৪	৩৭৭.৬১	-৫৭.৫৭
২০১৪-১৫	৩৫৮.০২	৩৮২.৩১	-২৪.২৯
২০১৫-১৬	৫০০.৮০	৫১৮.৮৮	-১৮.০৮
২০১৬-১৭	৬১৪.৪৬	৬৯৯.৬৭	-৮৫.২১
২০১৭-১৮	৬২৫.৩৫	৬৮৯.৩৩	-৬৩.৯৮
২০১৮-১৯	৬৭৯.৩৮	৬৯৮.৫০	-১৯.১২
২০১৯-২০	৭৫৯.১৩	৭৬২.৬৬	-৩.৫৩
২০২০-২১	৭৭২.৯১	৮০২.২৩	-২৯.৩২
২০২১-২২	৮০৯.০৭	৮৭৮.৬১	-৬৯.৫৪
২০২২-২৩	৮২৩.০৯	৯৪৫.৯৩	-১২২.৮৪
২০২৩-২৪*	৫৬২.৪৮	৬১৭.১১	-৫৪.৬৩

উৎস: বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ। (*ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত)

বিআইডব্লিউটিএ প্রতি বছর অভ্যন্তরীণ নৌপথের বিভিন্ন স্থানে উন্নয়ন ও সংরক্ষণ খনন/ড্রেজিং কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। যাত্রী ও মালামাল পরিবহন সহজতর করা এ কার্যক্রমের লক্ষ্য। ২০১০-১১ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন নৌপথে সম্পাদিত উন্নয়ন ও সংরক্ষণ খনন (Capital and maintenance dredging)-এর পরিমাণ সারণি ১১.৯ এ দেখানো হলো:

সারণি ১১.৯: বিআইডব্লিউটিএ'র অর্থবছর ভিত্তিক উন্নয়ন ও সংরক্ষণ খননের পরিমাণ

অর্থবছর	খনন/ড্রেজিংয়ের পরিমাণ (লক্ষ ঘনমিটার)		
	উন্নয়ন খনন	সংরক্ষণ খনন	মোট
২০১০-১১	২৫.৫৪	৪০.১৬	৬৫.৭০
২০১১-১২	২৪.৪৭	৪৩.৬১	৬৮.০৮
২০১২-১৩	৫৬.০৩	৪৪.৬৫	১০০.৬৮
২০১৩-১৪	৪৭.০২	৫৭.৯০	১০৪.৯২
২০১৪-১৫	১২০.১৫	৫০.৭৭	১৭০.৯২
২০১৫-১৬	১৭৮.২২	১০৪.৭৯	২৮৩.০১
২০১৬-১৭	১৫৮.৭৯	১১৭.৩৭	২৭৬.১৬
২০১৭-১৮	২১১.৮৯	১৩৪.৯৮	৩৪৬.৮৭
২০১৮-১৯	২৭৮.৮৪	১৩৯.৬৩	৪১৮.৪৭
২০১৯-২০	১৫২.৯৬	২৮০.৭৩	৪৩৩.৬৯
২০২০-২১	২২০.৭৬	২২৬.৩৩	৪৪৭.০৯
২০২১-২২	২৬৫.৯১	২২৬.৬৭	৪৯২.৫৮
২০২২-২৩	২১৮.৯০	১৪৩.৪৬	৩৬২.৩৬
২০২৩-২৪*	৮৪.৩০	১২৯.৫৫	২১৩.৮৫

উৎস: বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ। (*ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত)

২০১৫-১৬ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় নৌপথসমূহের হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ কার্যক্রম এর তথ্যাদি সারণি ১১.১০ এ প্রদান করা হলো:

সারণি ১১.১০: অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় নৌপথসমূহের হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ কার্যক্রম

অর্থবছর	অভ্যন্তরীণ নৌপথ (বর্গ কি. মি.)	উপকূলীয় নৌপথ (বর্গ কি. মি.)
২০১৫-১৬	২৭৫১.৩৪	১০০০.০০
২০১৬-১৭	২৭৫০.০০	১২০০.০০
২০১৭-১৮	২৭০০.০০	১০০০.০০
২০১৮-১৯	১৮৬৪.৪০	৭০০.০০
২০১৯-২০	১৯৯২.২৫	৭৫০.০০
২০২০-২১	১৭১২.১৯	২১০০.০০
২০২১-২২	১৫৩৩.০	১৬৭৭.০০
২০২২-২৩	২৮১৭.৪৫	৮১৭.০০
২০২৩-২৪*	২৯০০.৪৭	৯২৬.০০

উৎস: বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ। (*ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত)

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্পোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি)

বিআইডব্লিউটিসি ১৮০টি (ফেব্রুয়ারি, ২০২৪) নৌযান ব্যবহার করে নৌপথে সাশ্রয়ী ও সেবা বান্ধব উন্নত পরিবহন ব্যবস্থার মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে। ২০০৯-২০২৪ (ফেব্রুয়ারি) সময়ে বিআইডব্লিউটিসি ২৯টি ফেরি, ২টি অভ্যন্তরীণ যাত্রীবাহী জাহাজ, ২টি উপকূলীয় যাত্রীবাহী জাহাজ, ১২টি ওয়াটার বাস, ৪টি সি-ট্রাক, ২টি শ্যালো ড্রাফট অয়েল ট্যাংকার ও ৪টি কনটেইনারবাহি জাহাজসহ মোট ৫৫টি বাণিজ্যিক নৌযান এবং ২১টি সহায়ক নৌযান (পন্টুন) সহ সর্বমোট ৭৬টি নৌযান নির্মাণ সম্পন্ন করেছে। বিআইডব্লিউটিসি'র জন্য ৩৫টি বাণিজ্যিক ও ৮টি সহায়ক জলযান সংগ্রহ এবং ২টি নতুন স্লিপওয়ে নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ০৬টি ইমপ্রুভড মিডিয়াম ফেরির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং বর্তমানে ২৯টি নৌযান নির্মাণাধীন রয়েছে। ২০১০-১১ হতে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত বিআইডব্লিউটিসির মোট আয়-ব্যয়ের বিবরণ সারণি ১১.১১ এ দেখানো হলো:

সারণি ১১.১১: বিআইডব্লিউটিসি'র আয়-ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	আয়	প্রকৃত ব্যয়	নীট মুনাফা
২০১০-১১	২১১.৯৯	১৫৩.৮১	৩২.০৮
২০১১-১২	২২৯.৬৮	১৮৩.৪৮	১৯.২৮
২০১২-১৩	২৭২.২১	২১৬.১৩	৫৬.০৮
২০১৩-১৪	২৯৭.৩৫	২৩৫.০৮	৬২.২৭
২০১৪-১৫	৩২৬.৭২	২৬৯.৪৩	৫৭.২৯
২০১৫-১৬	৩৫৯.১৮	৩১০.৯৬	৪৮.২২
২০১৬-১৭	৩৫৬.৯৫	৩২৯.৭১	২৭.২৪
২০১৭-১৮	৩৭১.৯১	২৮৭.৩৬	৮৪.৫৫
২০১৮-১৯	৩৮০.১৩	৩০৭.৬২	১৫.১৬
২০১৯-২০	৩৭১.৩২	৩১২.৪০	-৫.৬৩
২০২০-২১	৪১০.৯৮	৩৯০.১০	২০.৮৮
২০২১-২২	৪৩৮.৫৯	৪৪০.৮৬	-২.২৭
২০২২-২৩*	৩৬০.৩০	৪০০.০৯	-৩৯.৭৯

উৎস: বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন। * সাময়িক

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

দেশের শতকরা প্রায় ৯২ ভাগ সমুদ্রপথের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। দেশের ক্রমবর্ধমান আমদানি রপ্তানির সাথে পাল্লা দিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরের কার্যক্রম বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন ইয়ার্ড ও টার্মিনাল নির্মাণ করে চট্টগ্রাম বন্দরে ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রায় ৩০,০৭,৩৪৪ TEUs কনটেইনার এবং ১১৮.২৯ মিলিয়ন মে.টন কার্গো হ্যান্ডেলিং করা হয়েছে। সারণি ১১.১২ এ ২০১০-১১ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত চট্টগ্রাম বন্দরের আয়-ব্যয়ের সার্বিক পরিসংখ্যান দেখানো হলো:

সারণি ১১.১২: চট্টগ্রাম বন্দরের আয় ব্যয়ের পরিসংখ্যান

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	রাজস্ব আয়	রাজস্ব ব্যয়	রাজস্ব উদ্বৃত্ত
২০১০-১১	১৪৫৩.১৫	৬৩৪.১৩	৮১৯.০২
২০১১-১২	১৫২৯.৯২	৬৫২.৬২	৮৭৭.৩০
২০১২-১৩	১৫৭০.৩৭	৮০৩.০০	৭৬৭.৩৭
২০১৩-১৪	১৬৩৪.৩২	৮১৫.৬৫	৮১৮.৬৭
২০১৪-১৫	১৮৭৬.৮২	৮৬০.৯৫	১০১৫.৮৭
২০১৫-১৬	২০২৯.২৫	১০৬৫.৮৩	৯৬৩.৪২
২০১৬-১৭	২৪০৭.৬৫	১৩৫২.৫৪	১০৫৫.১১
২০১৭-১৮	২৬৬১.৭৬	১৩৯০.৫২	১২৭১.২৪
২০১৮-১৯	২৮৯২.৮৬	১৬১০.৫৩	১২৮২.৩৩
২০১৯-২০	২৯২৪.৯৯	১৭১৬.২৯	১২০৮.৭০
২০২০-২১	৩০৭০.৩৬	১৮৯২.৭৫	১১৭৭.৬১
২০২১-২২	৪০৭২.৫৫	১৯৬৬.৬০	২১০৫.৯৫
২০২২-২৩	৪৪৩৮.৯৩	২১৩৪.৮১	২৩০৪.১২
২০২৩-২৪*	২৭৬১.২৪	৯৬১.১৬	১৫৩৯.৪৫

উৎস: চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ (* ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত)

গৃহীত কার্যক্রমসমূহ:

- বর্তমানে কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি Terminal Operating System (TOS) ব্যবহার করা হচ্ছে এবং এর মাধ্যমে সকল বন্দর ব্যবহারকারীকে অনলাইন কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়েছে।
- চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জাহাজ হ্যান্ডলিং এর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বন্দর কর্তৃপক্ষ ৬২৮১টি জাহাজ হ্যান্ডেলিং করেছে। এছাড়া বর্তমানে মাতারবাড়ী বন্দরটি চট্টগ্রাম বন্দরের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে এবং অদ্যাবধি ১২৭টি জাহাজের মাধ্যমে ১২ লক্ষ টন পণ্য হ্যান্ডেলিং করা হয়েছে।
- বর্তমানে ইউরোপের বিভিন্ন গন্তব্যে চট্টগ্রাম বন্দর হতে আরএমজি পণ্যবাহী কনটেইনার নিয়ে সরাসরি জাহাজ চলাচল করছে। এতে ট্রান্সশিপমেন্ট বিলম্ব না হওয়ায় ১২-১৫ দিনের মধ্যে ১০ হাজার হতে ১২ হাজার মার্কিন ডলার খরচে পণ্য ইউরোপের বিভিন্ন গন্তব্যে পৌঁছাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে সময় সাশ্রয় হচ্ছে ১৫-১৬ দিন এবং প্রতি কনটেইনার পণ্যে অর্থ সাশ্রয় হচ্ছে প্রায় ৮ হাজার মার্কিন ডলার। ইতোমধ্যে চট্টগ্রাম বন্দরের সাথে চীন, থাইল্যান্ড, সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ বিভিন্ন দেশে সরাসরি নৌ-যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে।

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ

মোংলা বন্দর পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে আজ আধুনিক বন্দরে রূপান্তরিত হতে যাচ্ছে। বর্তমানে ৬টি নিজস্ব জেটি, ব্যক্তিমালিকানাধীন ২০টি জেটি, ৩টি মুরিং এবং ২৭টি এ্যাংকোরেজ এর মাধ্যমে মোট ৫৩টি জাহাজ একসাথে হ্যান্ডেল করার সক্ষমতা এ বন্দরের রয়েছে। ২টি ওয়্যারহাউজ, ৪টি ট্রানজিট শেড, ১টি স্টাফিং এন্ড আনস্টাফিং শেড, ৬টি কনটেইনার ইয়ার্ড, ২টি কার ইয়ার্ড এর মাধ্যমে মোংলা বন্দরে বার্ষিক ১.৫০ কোটি মেট্রিক টন কার্গো এবং ১ লক্ষ টিইউজ কনটেইনার এবং ২০ হাজার গাড়ি হ্যান্ডলিং এর সক্ষমতা রয়েছে। নিম্নের সারণি ১১.১৩ এ ২০১০-১১ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত মোংলা বন্দরের রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের পরিসংখ্যান দেখানো হলো:

সারণি ১১.১৩: মোংলা বন্দরের রাজস্ব, আয় ও ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	আয়	ব্যয়	মুনাফা/লোকসান
২০১০-১১	৮৫.৫২	৬৩.৬৯	২১.৮৩
২০১১-১২	১০৫.৮১	৭১.৬৬	৩৪.১৫
২০১২- ১৩	১৩৮.০৮	৯৪.১৩	৪৩.৯৫
২০১৩- ১৪	১৫৫.৭৩	১০২.১০	৫৩.৬৩
২০১৪-১৫	১৭০.১৭	১০৯.৪৮	৬০.৬৯
২০১৫-১৬	১৯৬.৬২	১৩১.৯০	৬৪.৭২
২০১৬-১৭	২২৬.৫৬	১৫৫.১৫	৭১.৪১
২০১৭-১৮	২৭৬.১৪	১৬৬.৮১	১০৯.৩৩
২০১৮-১৯	৩২৯.১২	১৯৬.১২	১৩৩.০০
২০১৯-২০	৩৩৮.১৯	২২১.০১	১১৭.১৮
২০২০-২১	৩৪৮.৩৫	২১৭.২৭	১৩১.০৮
২০২১-২২	৩১৭.০৮	২১৯.৯৯	৯৭.০৯
২০২২-২৩	৩০২.৪২	২৪৬.৪১	৫৬.০১
২০২৩-২৪*	২২০.২০	১৫৪.৯২	৬৫.২৮

উৎস: মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ। (*ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত)

২০১০-১১ অর্থবছর হতে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত মোংলা বন্দরে জাহাজ ১৫.৫৬ শতাংশ হারে, কার্গো ১৬.৩৭ শতাংশ হারে, কনটেইনার ৫.৮৫ শতাংশ হারে এবং রাজস্ব আয় ১২.৯৮ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

পায়রা বন্দর দেশের ৩য় সমুদ্র বন্দর হিসেবে ২০১৩ সালে যাত্রা শুরু করে। ২০১৬ সাল হতে সীমিত পরিসরে এবং ২০১৯ সাল হতে বন্দরে নিয়মিত বাণিজ্যিক জাহাজ আগমন করছে। বন্দরকে পূর্ণাঙ্গরূপে কার্যকর করার লক্ষ্যে ০২টি প্রকল্প ও ০১টি স্কিমের কাজ চলমান রয়েছে। গত ২৬ মার্চ ২০২৩ তারিখে রাবনাবাদ চ্যানেলের ক্যাপিটাল ড্রেজিং সম্পন্ন হয়েছে এবং রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ফলে বন্দর চ্যানেলে ১০.৫ মিটার ড্রাফটবিশিষ্ট ৪০-৫০ হাজার মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন জাহাজ চলাচল করতে সক্ষম হচ্ছে। বন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ২টি সার্ভিস জেটি নির্মাণ, ২টি ওয়্যারহাউজ, ১ লক্ষ বর্গমিটার ইয়ার্ড, ১০টি আধুনিক জলযান ক্রয়সহ কাস্টমস ও শিপিং সুবিধাদির ব্যবস্থা করা হয়েছে। পায়রা বন্দরের ইনার এ্যাংকরেজে ট্রান্সশিপমেন্ট এরিয়া তৈরি করা হয়েছে, সেখানে ১৫টির মতো বিদেশগামী জাহাজ এ্যাংকরেজে অবস্থান করতে পারে। ফলে শীপ টু শীপ অপারেশনের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থানে পণ্য পরিবহনের সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে। বন্দরকে মূল সড়কের সাথে সংযোগের লক্ষ্যে জেটি ও বানাতিপাড়া বাজার সংযোগ সড়ক নির্মাণের কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া অতি সম্প্রতি নির্মিতব্য ১ম টার্মিনালের ২০০ মিটার জেটি নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। যার ফলে বন্দরের নিজস্ব জেটিতে জাহাজ বার্থিং এর সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বন্দরের অপারেশন কার্যক্রম পূর্বের তুলনায় বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ২.২১ লক্ষ মেট্রিক টন কার্গো হ্যান্ডেলিং করা হয়েছে এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত ৭.৩১ লক্ষ মেট্রিক টন কার্গো হ্যান্ডেলিং করা হয়েছে । ২০১৬-১৭ অর্থবছরে রাজস্ব আয় ছিল ২১.৯৪ কোটি টাকা এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত রাজস্ব আয় ২৭৮.৫৮ কোটি টাকা।

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ

বর্তমানে মোট স্থলবন্দরের সংখ্যা ২৪টি এবং চালুকৃত স্থলবন্দরের সংখ্যা ১৬টি। বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আওতাধীন বর্তমানে মোট স্থলবন্দরের সংখ্যা ২৪টি এবং চালুকৃত স্থলবন্দরের সংখ্যা ১৬টি। ১৬টি স্থলবন্দরের মধ্যে ১১টি স্থলবন্দর বেনাপোল, ভোমরা, আখাউড়া, বুড়িমারী, নাকুগাঁও, তামাবিল, সোনাহাট, গোবড়াকুড়া-কড়ইতলী, বিলোনিয়া, শেওলা ও ধানুয়াকামালপুর স্থলবন্দর বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের (বাস্থবক) নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে এবং সোনামসজিদ, হিলি, টেকনাফ, বাংলাবান্ধা ও বিবিরবাজার এই ৫টি স্থলবন্দর BOT ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া রামগড় ও বাল্লা এই ২টি স্থলবন্দর চালুর জন্য অপেক্ষাধীন রয়েছে। ২০১১-১২ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আয় ও ব্যয়ের বিবরণী সারণি ১১.১৪ এ দেখানো হলো:

সারণি ১১.১৪: বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আয় ও ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	আয়	ব্যয়	উদ্বৃত্ত
২০১১-১২	৪২.০৮	৩১.৯১	১০.১৭
২০১২-১৩	৪৭.৭৮	৩৫.৮২	১১.৯৬
২০১৩-১৪	৬১.৩১	৫১.০৬	১০.২৫
২০১৪-১৫	৭০.৫২	৪৭.৩৮	২৩.১৪
২০১৫-১৬	৮৩.২০	৫৫.৩৬	২৭.৮৪
২০১৬-১৭	১১১.৫১	৭৫.০২	৩৬.৪৯
২০১৭-১৮	১৪৮.৩৩	৯৫.৫৩	৫২.৮০
২০১৮-১৯	২১০.৯৪	১৪৪.২৫	৬৬.৬৮
২০১৯-২০	২০৮.৭৭	১৬০.০৩	৪৮.৭৪
২০২০-২১	২৬৪.৮৩	১৭৪.৭৩	৯০.১০
২০২১-২২	২৭২.৩২	২৫২.২৬	২০.০৬
২০২২-২৩	২৭০.৫৭	২২০.৭১	৪৯.৮৬
২০২৩-২৪*	১২৪.০৮	৯২.৯৪	৩১.১৪

উৎস: বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ। (*ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত)

২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আওতায় ১৫১২.৪১ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ৩টি উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। বেনাপোল স্থলবন্দরের যানজট নিরসন ও বন্দর সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৩২৯.২৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪১.৩৯ একর জমির উপর একটি কার্গো ভেহিক্যাল টার্মিনাল নির্মাণ করা হচ্ছে, যা প্রায় ৭২ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যে বেনাপোল এবং বুড়িমারী স্থলবন্দরে অটোমেশন ব্যবস্থা চালু হয়েছে এবং এ বছরেই ভোমরা স্থলবন্দরে অটোমেশন ব্যবস্থা চালু করা হবে। “বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রজেক্ট-১: শেওলা, ভোমরা, রামগড় স্থলবন্দর উন্নয়ন এবং বেনাপোল স্থলবন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বেনাপোল স্থলবন্দরের সিসিটিভি গেট পাস সিস্টেমস এর মাধ্যমে সমগ্র

স্থলবন্দরে সিসিটিভির আওতায় এনে তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে নিচ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। অপারেশনাল কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের জন্য ইতোমধ্যে বেনাপোল স্থলবন্দরে অটোমেশন সিস্টেম এবং বুড়িমারী স্থলবন্দরে 'ই-পোর্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

নৌপরিবহন অধিদপ্তর

নৌপরিবহন অধিদপ্তর আন্তর্জাতিক মান অনুসারে মেরিটাইম প্রশিক্ষণ ও সনদপত্র প্রদান কার্যক্রমের মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টি করে এ দেশের জনগণের জন্য দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছে। এতে দক্ষ জনবল বিভিন্ন বিদেশি পতাকাবাহী জাহাজে কর্মসংস্থানের ফলে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা আয় হচ্ছে। বাংলাদেশে গৃহীত মেরিটাইম পরীক্ষা এবং সনদায়ন পদ্ধতি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করার ফলে আন্তর্জাতিক নৌ-সংস্থা (IMO) এর 'হোয়াইট লিস্টে' অন্তর্ভূক্ত বজায় রয়েছে। এতে বিশ্বের সকল দেশে বাংলাদেশি অফিসার ও নাবিকদের প্রশিক্ষণ এবং সনদায়ন গ্রহণযোগ্যতা অব্যাহত আছে। আন্তর্জাতিক নৌপথে বাংলাদেশি জাহাজের নিরাপদ চলাচল ও গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য 'লং রেঞ্জ আইডেন্টিফিকেশন ট্র্যাকিং (LRIT)' পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশি নাবিকদের বিশ্বের সকল দেশে যাতায়াতের সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে অত্র অধিদপ্তরে 'সীফেয়ারার বায়োমেট্রিক মেশিন রিডেবল' আইডি প্রদান কার্যক্রম চালু করা হয়েছে, যা বাংলাদেশি নাবিকদের বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ আরও সহজতর করছে। নাবিকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ আরও সহজতর করার জন্য সিডিসি আধুনিকায়ন ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন করা হয়েছে।

''ডেভেলপমেন্ট অব মেরিটাইম লেজিসলেশন অব বাংলাদেশ'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের মেরিটাইম শিপিং সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি-বিধানগুলো যুগোপযোগী এবং অন্যান্য দেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার লক্ষ্যে 'অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন আইন, ২০২৩ এবং 'বাংলাদেশ বাণিজ্যিক নৌপরিবহন আইন, ২০২৩' প্রণয়ন করা হয়েছে। নিরাপদ নৌ চলাচল ও আন্তর্জাতিক প্রয়োজনীয়তার নিরিখে উদ্ধারকার্য পরিচালনাসহ দেশের নৌপরিবহন ব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ৮১৮.৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ''এস্টাবলিস্টমেন্ট অব গ্লোবাল মেরিটাইম ডিসট্রেস এন্ড সেইফটি সিস্টেম এন্ড ইন্টিগ্রেটেড মেরিটাইম নেভিগেশন সিস্টেম' শীর্ষক প্রকল্পের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ঢাকার আগারগাঁও এ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ২০১০-১১ হতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত সংস্থাটির আয় ব্যয়ের বিবরণী সারণি ১১.১৫ এ দেখানো হলো:

সারণি ১১.১৫: নৌপরিবহন অধিদপ্তরের আয় ও ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

বৎসর	রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা	রাজস্ব আয়	রাজস্ব ব্যয়
২০১০-১১	১০.২৫	১২.৫৫	৫.৫৩
২০১১-১২	১২.৭১	১৩.২৬	৫.৫৪
২০১২-১৩	১৪.২৬	১২.৯৫	১৪.৬৩
২০১৩-১৪	১৫.২৬	১৪.৪৩	১০.১২
২০১৪-১৫	১৫.৯৯	১৮.২১	৯.৩৩
২০১৫-১৬	১৭.২৯	২৯.০৩	১১.৬৩
২০১৬-১৭	১৯.৭২	৩৩.৪৬	১৬.৩৭
২০১৭-১৮	৩৭.৯৩	৩৮.৯৮	১৬.৫৬
২০১৮-১৯	৩৬.৫৪	৪৩.৮০	১৭.৫৩
২০১৯-২০	৪১.৮১	৩৮.১২	১৫.৬৬
২০২০-২১	৪১.৩৩	৩৯.৬২	১৫.০১
২০২১-২২	৪৭.৭৫	৪৯.৯৪	১৯.৬০
২০২২-২৩	৪৫.৭৫	৬৫.৮৩	১৮.৮৩
২০২৩-২৪*	৪৫.৮৪	৪২.৪৮	১৩.১৯

উৎস: নৌপরিবহন অধিদপ্তর। (*ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত)

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি) আন্তর্জাতিক নৌপথে দক্ষ শিপিং সেবা প্রদান এবং আন্তর্জাতিক নৌবাণিজ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সমাধাকল্পে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে আসছে। ২০১০-১১ সাল থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত বিএসসির মোট আয়-ব্যয় ও লাভ লোকসানের বিবরণ সারণি ১১.১৬ এ দেখানো হলো:

সারণি ১১.১৬: বিএসসির আয়-ব্যয় ও লাভ লোকসানের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	মোট আয়	মোট ব্যয়	নীট লাভ/(লোকসান)
২০১০-১১	২৬৬.৬৬	২৬৪.৭৯	১.৮৭
২০১১-১২	২৮২.০১	২৮০.৫৫	১.৪৬
২০১২-১৩	৩২৮.৫৯	৩২৬.৯৬	১.৬৩
২০১৩-১৪	১৭১.১৪	১৬৭.৭৭	৩.৩৭
২০১৪-১৫	১৩০.০১	১২৪.৬৭	৫.৩৪
২০১৫-১৬	১১৮.৮১	১১২.০৮	৬.৭৩
২০১৬-১৭	১১৬.৫৫	১০৭.৮৯	৮.৬৬
২০১৭-১৮	১২৬.৫২	১১৪.০০	১২.৫২
২০১৮-১৯	২৩০.৩১	১৭৫.০৮	৫৫.২৩
২০১৯-২০	৩২২.৮৪	২৮১.৩৭	৪১.৪৭
২০২০-২১	৩২২.৯৭	২৫০.৯৫	৭২.০২
২০২১-২২*	২৫৭.৫২	১৩১.২১	১২৬.৩১

উৎস: বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন। (*ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত)

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, চট্টগ্রাম জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থা 'IMO STCW Convention' অনুযায়ী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পেশাগতভাবে দক্ষ, পরিবেশ সচেতন, বুদ্ধিদীপ্ত এবং চৌকস প্রায় ৫,০৯০ জন মেরিন ক্যাডেট (২০১২ থেকে অদ্যাবধি ৮৫ জন ফিমেল ক্যাডটেসহ) প্রশিক্ষিত করেছে। সাম্প্রতিক সময়ে এই একাডেমি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান Nautical Institute, London ও Institute of Marine Engineering, Science and Technology, London এবং মার্চেন্ট নেভি ট্রেনিং বোর্ড, লন্ডন কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করেছে।

ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউট

ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউট বাংলাদেশি নাবিকদের জন্য সরকারের একমাত্র কারিগরি নৌশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে দেশের বেকার যুবকদের নির্ধারিত নীতিমালা অনুযায়ী নির্বাচন করে আন্তর্জাতিক নৌ-সংস্থার (IMO) Standard of Training Certification and Watch keeping for seafarers (STCW) মোতাবেক প্রণীত সিলেবাস অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান করে সমুদ্রগামী জাহাজে চাকরি করার উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়।

নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তর

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীন নাবিকদের কল্যাণমূলক কার্যক্রম এর জন্য একটি রেগুলেটরি সংস্থা নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তর। এ পরিদপ্তর বাংলাদেশের বন্দরে এবং বিদেশের বন্দরে যেখানে নাবিকেরা সমস্যার সম্মুখীন হয় তা নিরসনে সংশ্লিষ্টদের সাথে সমন্বয় করে সমাধানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তরটির আয়ের উৎস হলো সীম্যান্স হোস্টেলে অবস্থানকারী নাবিকদের মধ্য হতে সীট ভাড়া বাবদ আয় এবং লেভী তহবিল হতে প্রাপ্ত আয়ের নির্ধারিত অংশ (১৫%) সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০১৩ এর আওতায় ২০১৪ সালের ৫ই আগস্ট জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। নদীর অবৈধ দখল, পানি ও পরিবেশ দূষণ, অবৈধ কাঠামো নির্মাণ ও নানাবিধ অনিয়ম রোধকল্পে এবং নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ পুনরুদ্ধার, নদীর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ এবং নৌপরিবহনযোগ্য হিসেবে গড়ে তোলাসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নদীর বহুমাত্রিক ব্যবহার নিশ্চিত করার দায়িত্ব কমিশনের উপর অর্পণ করা হয়।

বিমান যোগাযোগ

বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (সিএএবি)

বাংলাদেশের আকাশসীমায় ও বিমানবন্দরসমূহে চলাচলকারী দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সকল উড়োজাহাজ এর সময়ানুগ, ত্বরিৎ ও নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সিএএবি বিদ্যমান বিমানবন্দর, এয়ার ট্রাফিক, এয়ার নেভিগেশন, টেলিযোগাযোগ সেবা ও সুবিধাদি এবং অন্যান্য যাত্রী ও বিমান সেবা/সুবিধাদি স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা করে থাকে। সিএএবি এর অধীনে বর্তমানে দেশে ৩টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও ৭টি অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দর এবং ২টি স্টলপোর্ট রয়েছে। সিএএবি এর আওতাধীন ১২টি বিমানবন্দর ও স্টলপোর্টের মধ্যে বর্তমানে ৮টি বিমানবন্দরে ফ্লাইট পরিচালিত হচ্ছে। দীর্ঘ নয় বছর বন্ধ থাকার পর ২৬ মার্চ ২০২৪ থেকে ইতালির রোম স্টেশনে ফ্লাইট পুনরায় পরিচালনার জন্য সকল ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত মোট আয়-ব্যয়ের বিবরণ সারণি ১১.১৭ এ দেখানো হলো:

সারণি ১১.১৭: বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের আয়-ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	রাজস্ব আয়	রাজস্ব ব্যয়	সর্বমোট ব্যয় (রাজস্ব ও অন্যান্য)	নীট মুনাফা
২০১০-১১	৬৫৩.৮৯	৩১৬.৮৭	৬২৩.৮৪	৩০.০৫
২০১১-১২	৭৩১.০৫	৩৭৮.৫৪	৮৩৮.৪৪	-১০৭.৩৯
২০১২-১৩	৭৯৫.২১	৩৩০.৩৪	৬৪৪.৫৩	১৫০.৬৮
২০১৩-১৪	১১৫০.২৯	৪২৩.৩৩	৯৭৬.৮৬	১৭৩.৪৩
২০১৪-১৫	১৪১০.৩২	৪৯৭.৬৭	১২৭৭.২২	১৩৩.১০
২০১৫-১৬	১৫০৪.১৭	৫০৬.৮৫	১২৫৬.৭৬	২৪৭.৪১
২০১৬-১৭	১৫১৮.১৪	৫৭১.৫৬	১৪২৪.১৭	৯৩.৯৭
২০১৭-১৮	১৬৫৯.৬৫	৫৯৪.১৬	১৭৬৬.০৪	-১০৬.৩৯
২০১৮-১৯	১৬৯০.৭৯	৬২০.৭৩	১৭০৮.০০	-১৭.২১
২০১৯-২০	১৫৫৪.৫৪	৬৩০.৯৪	২১৬৫.৯৭	-৬১১.৪৩
২০২০-২১	১১৫৯.৪৪	৬৬৬.০৩	১৪৫১.৩৭	২৯১.৯৩
২০২১-২২	১৯১০.৯৮	৭৫৯.৭৩	১৯০০.০০	১০.৯৫
২০২২-২৩	৩১৬৮.৪৪	৮৪৮.৭৬	১৯২৪.২৪	১২৪৪.২০
২০২৩-২৪*	১১২৪.১৯	৪২৩.৮০	১২৪৩.০৯	১১৮.৯০

উৎস: বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ। (*ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত)

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড (বিমান) বর্তমানে ৭টি অভ্যন্তরীণ ও ২১টি আন্তর্জাতিক গন্তব্যে সার্ভিস পরিচালনা করছে। আন্তর্জাতিক গন্তব্যের মধ্যে সার্কভুক্ত ০৩টি, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ০৩টি, পূর্ব এশিয়ায় ০২টি, মধ্যপ্রাচ্যে ১০টি, ইউরোপে ০২টি এবং উত্তর আমেরিকায় ০১টি গন্তব্যে বিমানের ফ্লাইট পরিচালনা অব্যাহত আছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ বিমান মোট ৩,১৯৩,৪০১ জন যাত্রী এবং ২৬,৯০৪ টন কার্গো পরিবহন করেছে।

সারণি ১১.১৮ এ ২০১০-১১ হতে ২০২২-২৩ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত বাংলাদেশ বিমানের রাজস্ব আয়-ব্যয় ও লাভ-লোকসানের বিবরণ দেওয়া হলো:

সারণি ১১.১৮: বিমানের রাজস্ব আয়-ব্যয় ও লাভ-লোকসানের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	রাজস্ব আয়	রাজস্ব ব্যয়	নীট মুনাফা / লোকসান
২০১০-১১	৩৩৪৩.৯৩	৩৫৬৮.০৯	-২২৪.১৬
২০১১-১২	৩৮২৩.৬৭	৪৪১৭.৮৮	-৫৯৪.২১
২০১২-১৩	৩৯৫১.৮৯	৪২৩৭.৫২	-২৮৫.৬৩
২০১৩-১৪	৩৮১৬.৯৪	৪১০২.৫৬	-২৮৫.৬২
২০১৪-১৫	৪৭৭২.৭৯	৪৪৪৮.৬৫	৩২৪.১৪
২০১৫-১৬	৪৯৬৫.৫৩	৪৭৩০.০৩	২৩৫.৫০
২০১৬-১৭	৪৫৫১.৫২	৪৫০৪.৬৩	৪৬.৯০
২০১৭-১৮	৪৯৩১.৬৪	৫১৩৩.১১	-২০১.৪৭
২০১৮-১৯	৫৭৯৪.৯২	৫৫৭৭.১১	২১৭.৮১
২০১৯-২০	৫০৪৪.৪৫	৫১২৫.৫৮	-৮১.১৩
২০২০-২১	৪১২৮.৩৯	৩৯৬৯.৯৯	১৫৮.৪০
২০২১-২২	৬৯৩৫.২৮	৬৪৯৫.৫০	৪৩৯.৭৮
২০২২-২৩*	৫৪৫৪.২৩	৪৯৩৭.৩৪	৫১৬.৮৯

উৎস: বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড। (* ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত)

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)

দেশের সকল জনগণের জন্য নির্ভরযোগ্য, সাশ্রয়ী এবং আধুনিক টেলিযোগাযোগ সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সামর্থ্য এবং সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে বিটিআরসি সারা দেশে ইন্টারনেট, বিশেষত ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট বিকাশে কাজ করে যাচ্ছে। গত বছরগুলোতে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথের মূল্য অনেক হ্রাস পাওয়ার ফলে এর দ্রুত প্রসার ঘটেছে। এছাড়া মানসম্পন্ন ইন্টারনেট সেবা ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক আরো সম্প্রসারিত হয়েছে। ইন্টারনেটের উচ্চমূল্যের কারণে এ উন্নয়নের প্রভাব দেশের সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাতে যাতে বাধাপ্রাপ্ত না হয় সে লক্ষ্যে বিটিআরসি চালু করেছে 'এক দেশ এক রেট' সেবা। যার কারণে দেশের সকল জনগণের সাশ্রয়ী মূল্যে মানসম্মত ইন্টারনেট সেবাপ্রাপ্তি নিশ্চিত হচ্ছে। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জানুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত ২৪০০.০০ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে উদ্বৃত্ত রাজস্ব হিসেবে জমা প্রদান করেছে।

বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল)

বর্তমানে বিটিসিএল টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক আধুনিকায়ন প্রকল্পটি ৩৩১৪.৯৪ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে, যার মাধ্যমে দেশের জেলা/উপজেলা পর্যায়ে উচ্চগতির ইন্টারনেট সংযোগসহ আধুনিক টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ও দেশব্যাপী শক্তিশালী টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপিত হবে। ১০৫৯.১০ কোটি টাকা ব্যয়ে দেশব্যাপী ৫জি সেবা প্রদান উপযোগীকরণে আধুনিক ও নিরবচ্ছিন্ন টেলিযোগাযোগ সার্ভিস নিশ্চিত করার লক্ষ্যে "৫জি'র উপযোগীকরণে বিটিসিএল এর অপটিক্যাল ফাইবার ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প এবং ৩৭৮.৮৪ কোটি টাকা ব্যয়ে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য অত্যাধুনিক ও উচ্চগতির ডেডিকেটেড এক্সটার্নাল টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপনের নিমিত্ত 'রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য এক্সটারনাল টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পটি বিটিসিএল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ২০১০-১১ থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত বিটিসিএল এর রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ও আয়-ব্যয়ের হিসাব সারণি ১১.১৯ এ দেখানো হলো:

সারণি ১১.১৯: বিটিসিএল এর আয়-ব্যয়

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	লক্ষ্যমাত্রা	রাজস্ব আয়	ব্যয়
২০১০-১১	১৫৬৬	১৬৪০	১৯৭৬
২০১১-১২	১৭৬০	২১৮৬	২২০৩
২০১২-১৩	২৪৯৮	১৭৬১	১৭৫৬
২০১৩-১৪	১৩০৬	১০০৫	১৩৮৫
২০১৪-১৫	৮৪৮	৮২১	১১০৬
২০১৫-১৬	৭৮৪	১২৪২	১৫৭৮
২০১৬-১৭	৯৮২	১২৫৮	১৪৪২
২০১৭-১৮	১১৪৮	১২৬০	১৬৫২
২০১৮-১৯	১২০০	১০৬০	১৪২৮
২০১৯-২০	১০৮৭	৯২২	১২৪৬
২০২০-২১	৮৯৫	৮৫৪	১১০২
২০২১-২২	১১১৬	৯৩৩	৯২৬
২০২২-২৩	-	৯১৪	৮৯৯

উৎস: বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড।

বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিসিএল)

প্রাথমিকভাবে শুধু SEA-ME-WE 4 এর মাধ্যমে ৭.৫ জিবিপিএস ব্যান্ডউইথ ক্যাপাসিটি নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও বিভিন্ন সম্প্রসারণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ফলে এবং ২০১৭ সালে SEA-ME-WE 5 সাবমেরিন ক্যাবলে সংযুক্ত হওয়ার মাধ্যমে বর্তমানে বিএসসিসিএল এর ব্যান্ডউইথ ক্যাপাসিটি ৭২২০ জিবিপিএস (গিগাবিট পার সেকেন্ড)-এ উন্নীত হয়েছে। দেশের সর্বমোট ইন্টারনেট চাহিদার প্রায় ৪৫ শতাংশ ব্যান্ডউইডথ বর্তমানে বিএসসিপিএলসি এককভাবে সরবরাহ করছে যার পরিমাণ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত প্রায় ২৫০৬ জিবিপিএস। দেশের ক্রমবর্ধমান ব্যান্ডউইডথ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বিএসসিপিএলসি Upgradation প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ৩৮০০ জিবিপিএস ক্যাপাসিটি লাভ করেছে। ফলে SMW4 সাবমেরিন ক্যাবলে বিএসসিপিএলসি এর মোট ক্যাপাসিটির পরিমাণ প্রায় ৪,৬৫০ জিবিপিএস-এ উন্নীত হয়েছে। বাংলাদেশের তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপনের কাজ SEA-ME-WE 6 (SMW6) কনসোর্টিয়ামের আওতায় চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপনের নিমিত্ত সম্পূর্ণ সিস্টেমের ক্যাবল তৈরি প্রায় ৯৭ শতাংশ ও রিপিটার তৈরির কাজ ৭৫ শতাংশ এর অধিক সম্পন্ন হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে, ২০২৫ সালের শেষ প্রান্তিকে SMW6 সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হবে। অদ্যাবধি প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ৬৯ শতাংশ। বিএসসিসিএল এর বছরভিত্তিক রাজস্ব আয় ও মুনাফার তথ্য সারণি ১১.২০ এ দেয়া হলো:

সারণি ১১.২০: বিএসসিসিএল এর রাজস্ব পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
রাজস্ব আয়	১২৪.৮৪	৭৫.৩৭	৫৪.০৭	৬১.৮৬	১০৩.৬৭	১৪০.৫০	১৯৫.৫৭	২৪৯.৮৬	৩৪৪.৮৫	৪৪১.৭৪	৫১৫.৪৯
নীট মুনাফা (কর পূর্ব)	১০৯.৫৯	৪৮.৮১	১৩.৯০	১৭.৮৭	৩৮.৯৫	২৯.৩৯	৭৭.৯০	১২৫.২০	২৩৯.৯৮	৩২০.১০	-
নীট মুনাফা (কর পরবর্তী)	৮৭.২১	৩৬.২৩	১২.৯১	১৬.৫৫	৩১.৮২	৭.৩৩	৫৮.৫৮	৯৫.৬০	১৯০.৭৩	২৫০.০২	-

উৎস: বিএসসিসিএল, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ ডাক বিভাগ

ডাক অধিদপ্তর দেশব্যাপী সুবিস্তৃত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বহুমুখী মৌলিক ডাক সেবা এবং আর্থিক ও তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক ডিজিটাল ডাক সেবা প্রদান করে থাকে। শ্রেণি-পেশা নির্বিশেষে সমাজের সকল স্তরের জনগণের জন্য দ্রুততার সাথে নির্ভরযোগ্য ও সাশ্রয়ী ডাক সেবা নিশ্চিতকরণে ডাক অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। "ডিজিটাল বাংলাদেশ" গড়ার লক্ষ্যে ডাক অধিদপ্তর কর্তৃক সেবাদান প্রক্রিয়াকে আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর করার মাধ্যমে প্রচলিত পদ্ধতি পরিবর্তনে বেশ কিছু প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ইতোমধ্যে 'বাংলাদেশ পোস্ট অফিসের জন্য অটোমেটেড মেইল প্রসেসিং সেন্টার নির্মাণ সমীক্ষা' নামক একটি সমীক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। সমীক্ষা প্রকল্পের সুপারিশক্রমে ডাক অধিদপ্তরের সার্বিক কার্যক্রমকে সম্পূর্ণভাবে স্মার্ট করার লক্ষ্যে 'ডাক সেবার ডিজিটাল রূপান্তর ও আধুনিকীকরণ" নামক প্রকল্প গ্রহণের কাজ চলমান রয়েছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে (জানুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত) ডাক বিভাগের আয় ৫৩.৬৫ কোটি টাকা ও ব্যয় ৫১৮.৬১ কোটি টাকা।

তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগ

২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ স্বপ্ন পূরণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ নানামুখী উদ্যোগ, প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের কাজ করে চলেছে।

গৃহীত কার্যক্রমসমূহ:

- বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে স্থাপিত জাতীয় ডেটা সেন্টার (Tier-III) থেকে সরকারের ৭৩১টির অধিক প্রতিষ্ঠানকে নিরবচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন সার্ভিস, যেমন মেইল ডোমেইন, ওয়েব সাইট ও অ্যাপ্লিকেশন হোস্টিং, ভিপিএস সার্ভিস, ক্লাউড সার্ভিস ও গুগল ড্রাইভ এর ন্যায় জি-ড্রাইভ বা গভর্নমেন্ট ড্রাইভ সার্ভিস ইত্যাদি প্রদান করা হচ্ছে। ডাটা সেন্টার হতে সেবা গ্রহীতার সংখ্যা ১০ কোটির

অধিক। ৭০৫টি ডোমেইনে ডাটা সংরক্ষণ ক্ষমতা ২০ পেটাবাইটের অধিক। জাতীয় ডাটা সেন্টার-এ এটুআই এর নথি সংক্রান্ত সার্ভার এবং নেটওয়ার্ক মাইগ্রেশন এর কাজে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে;

- জাতীয় নেটওয়ার্ক অপারেশন সেন্টার (এনওসি)-এর কেন্দ্রীয় মনিটরিং সিস্টেমের আওতায় এ পর্যন্ত ১৭,৬৪২টি দপ্তরের নেটওয়ার্ক ও ওয়াইফাই সেবা প্রদান করা হয়েছে। ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম আধুনিকায়নের নিমিত্ত বিসিসিতে সর্বশেষ প্রযুক্তির 4K Multi Conferencing Unit (MCU) স্থাপন করা হয়েছে। ওয়াইফাই নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে Agile Controllerসহ 5G টেকনোলজির ওয়াইফাই-৬ স্থাপন করা হয়েছে;
- বিশ্বমানের Oracle Cloud Technology ব্যবহার করে Data Sovereignty নিশ্চিত করতে DRCC স্থাপনের মাধ্যমে G-Cloud স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। Artificial intelligence, Big data analytic platform স্থাপনসহ মেঘনা ক্লাউড চুক্তির আওতায় ডাটা সেন্টার ইন্ডাষ্ট্রি ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে কোলাবোরেশনের মাধ্যমে 'Center of Excellence' স্থাপন করা হবে;
- জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়ন (ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৬৩টি জেলার ৪৮৮টি উপজেলায় ২৬০০টি ইউনিয়নে দ্রুতগতির ব্রডব্যান্ড সেবা প্রদানের লক্ষ্যে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন যন্ত্রপাতি ও অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল স্থাপনের কাজ সমাপ্তির পর্যায়ে রয়েছে এবং এ পর্যন্ত ২৬০০টি ইউনিয়ন NMS-এর সাথে সংযুক্ত হয়েছে;
- ক্যাশলেস সোসাইটি গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকরণ (iDEA)' প্রকল্পের আওতায় উদ্ভাবিত 'বিনিময়' সফটওয়্যারটির নির্ভরযোগ্য অপারেশনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো স্থাপন করা হয়েছে;
- চতুর্থ শিল্প বিপ্লব মোকাবিলায় তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্রান্ট, আন্তর্জাতিক কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা (আইসিপিসি), আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াড, আন্তর্জাতিক ব্লকচেইন অলিম্পিয়াড, যুব প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য গ্লোবাল আইটি চ্যালেঞ্জ, 'বাংলার জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা' প্রতিযোগিতা, জাতীয় শিশু-কিশোর প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা, জাতীয় কলেজিয়েট প্রোগামিং প্রতিযোগিতা (এনসিপিসি), যুব প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য জাতীয় আইসিটি প্রতিযোগিতাসহ বিভিন্ন ইভেন্ট ও প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার আয়োজন এবং অংশগ্রহণ করা হয়;
- সাউথ-সাউথ কোঅপারেশনের আওতায় এটুআই প্রোগ্রাম বর্তমানে মালদ্বীপ, ভুটান, ফিজি, সোমালিয়া, ফিলিপাইনসহ বেশ কিছু দেশকে সহযোগিতা করে যাচ্ছে। এই উদ্যোগের আওতায় ২১৭টি ম্যাচমেকিং সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং ৯৩টি নলেজ প্রোডাক্ট আদান-প্রদান করা হয়েছে;
- বৈশ্বিক সাইবার থ্রেট সম্পর্কে সর্বমোট ৩৫০টি ইন্টেলিজেন্স প্রতিবেদন প্রদান করা হয়েছে। এই প্রতিবেদনসমূহের মধ্যে সরকারি প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত প্রতিবেদন রয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এ পর্যন্ত সর্বমোট ২৭টি সাইবার থ্রেট ইন্টেলিজেন্স প্রতিবেদন প্রদান করা হয়েছে।